যুগান্তর

04 MAR 2008

২৮ ৪

ভর্তিতে বাধা : ঢাবি উপাচার্যসহ ৯ জনকে উকিল নোটিশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিনসহ ৯ কর্মকর্তাকে উকিল নোটিশ দিয়েছে ভর্তিচ্ছু দুই ছাত্র। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, বাংলা এবং ইংরেজি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে সোমবার এ নোটিশ দেয়া হয়। তিন দিনের মধ্যে শোকজের জবাব না দিলে তারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করবে।

শোকজ নোটিশদাতা দুই ছাত্র হল— মেহেদী হাসান ও মুহসীন উদ্দিন। এরা চলতি বছর

ঢাবি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

ঢাবি : নোটিশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাদের মেধাক্রমে যথাক্রমে ৪৮তম ও ১৮৫তম। এরা দু'জনই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে আলিম পাস করেছে। মেহেদী হাসান বিকালে সাংবাদিকদের জানায়, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে সে উকিল নোটিশ দিয়েছে। মুহসীন উদ্দিন জানায়, কলেজ পাস করা ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই মেধা তালিকায় সম্মানজনক স্থান পেয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়ায় যে কোন বিভাগে আসন থাকলেই তাতে ভর্তির অধিকার রয়েছে।

শোকজ নোটিশপ্রাপ্তরা হলেন— উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সদরুল আমিন, রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহাদুল হক চৌধুরী, ভর্তি পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক সদরুল আমিন এবং সংশ্লিষ্ট তিন বিভাগের চেয়ারম্যান।

গত বছর পর্যন্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের মতোই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হতে পারত। গত বছরও এই বিভাগে ৬৬ জনের মধ্যে ১৫ জন মাদ্রাসা ছাত্র ভর্তি হয়েছে। বিভাগের একাডেমিক কমিটি এবার ভর্তিতে নতুন নিয়ম করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা ও ইংরেজিতে দু'শ নম্বর অধ্যয়নকারীরা ভর্তির সুযোগ পাবে। সে অনুযায়ী মাদ্রাসা ছাত্ররা এই বিভাগে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর বাংলা এবং ইংরেজি বিভাগেও একই নিয়ম চালু রয়েছে। ফলে এই দুটি বিভাগেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারছে না।

প্রসঙ্গত ১৯৮৩ সাল থেকে ইবতেদায়ি, দাখিল এবং আলিম যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের সমমর্যাদা পেয়ে আসছে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, তিনি এ ধরনের একটি উকিল নোটিশ পেয়েছেন। সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলেছেন। চেয়ারম্যানকে কলা অনুষদের ডিনের সঙ্গে আলোচনা করতে পরামর্শ দিয়েছেন।